গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
www.moa.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

স্মারক নম্বর: ১২.০০.০০০০.০১২.০৬.০১২.১৯.৬৮০

তারিখ: ১৭ শ্রাবণ ১৪২৬
০১ আগস্ট ২০১৯

বিষয়: **ডেঙ্গু প্রতিরোধ সচেতনতা বৃদ্ধি ও করণীয় বিষয়ে পরামর্শমূলক সভার কার্যবিবরণী**

কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ২৮ জুলাই ২০১৯ তারিখের অনুষ্ঠিত ডেঙ্গু প্রতিরোধ সচেতনতা বৃদ্ধি ও করণীয় বিষয়ে পরামর্শমূলক সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে ০২ (দুই) পাতা।

১-৮-২০১৯
মীনাক্ষী বর্মন
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৭৪২৯
ইমেইল: admin1@moa.gov.bd

বিতরণ :
১) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগ প্রধান
২) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা অধিশাখা
৩) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান গণ

স্মারক নম্বর: ১২.০০.০০০০.০১২.০৬.০১২.১৯.৬৮০/১

তারিখ: ১৭ শ্রাবণ ১৪২৬
০১ আগস্ট ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

১-৮-২০১৯
মীনাক্ষী বর্মন
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও করণীয় বিষয়ে পরামর্শমূলক আলোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভার সভাপতি	:	মো: নাসিরুজ্জামান সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	২৮ জুলাই, ২০১৯; বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা
স্থান	:	কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন, বর্তমানে রাজধানীতে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ দিন দিন বেড়ে চলছে। প্রতিবছর এ রোগের সংক্রমণ ঘটে তবে এ বছর সংক্রমণের হার বেশী। প্রতিদিন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তবে সরকারের পাশাপাশি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ রোগের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করতে পারে। তিনি ডেঙ্গু বিষয়ে সরকারী/স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা সকলকে মেনে চলার আহ্বান জানান। তিনি আরও জানান, আমরা সকলেই জানি, এডিস মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু বিস্তার লাভ করে। তাই এডিস মশার বিস্তার রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এডিস মশা পরিস্কার পানিতে বংশ বিস্তার করে তাই আমাদের সবার কর্তব্য আমাদের বাড়ীঘর, অফিস কক্ষ, আশেপাশে যেন কোন পানি জমে না থাকে সে বিষয়ে সচেতন থাকা। বিশেষ করে যাদের বাসা ও ছাদে গাছের টব আছে তাতে যেন কিছুতেই পানি জমে থাকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া ফ্রিজ ও এসির পানি, রান্নাঘর, বাথরুম কোথাও যেন পানি জমে না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এডিস মশা ভোর, সন্ধ্যা ও উজ্জল আলোতে মানুষকে কামড়ায়। তাই তিনি ঘুমের সময় মশারি টানানোর পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও, পরিবারের কেউ জ্বরে আক্রান্ত হলে তাকে সবসময় মশারির নীচে রাখা ও ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার অনুরোধ জানান। এছাড়াও পরিবারের কোন সদস্যের জ্বর হলে (রোগ সনাক্ত হওয়ার পূর্ব হতেই) প্রচুর স্যালাইন, ফলের রস, স্যুপ জাতীয় খাবার খাওয়ানোর পরামর্শ দেন। তিনি সভায় সকলকে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে কারো কোন মতামত থাকলে তা জানানোর আহ্বান জানান।

যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ড. মো: আমিনুর রহমান জানান শুধু বাংলাদেশে নয় সারা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এ বছর ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ফিলিপাইনে। কিছুদিন পর ঈদ-উল-আযহার ছুটি শুরু হবে। ঢাকা থেকে অনেকে গ্রামে যাবে পরিবারের সাথে ঈদ উদযাপন করতে। ফলে ঢাকার ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সারা দেশে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাই এখন হতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকলকে সচেতন হতে হবে। তিনি আরও বলেন এডিস মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগ হয়। এডিস মশা বেশী দূর পর্যন্ত চলাচল করতে পারে না। তাই সকলে নিজেদের বাসা, অফিস ও তার চারপাশ পরিস্কার রাখলে এডিশ মশার বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে।

উপসচিব (প্রশাসন-৪) মো: আমিরুল ইসলাম জানান, গত কয়েক মাসে তিনি ও তাঁর পরিবারের তিনজন সদস্য ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা নেবার সময় চিকিৎসকগণ তাকে প্রচুর তরল খাবার গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন।

অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা) মো: আব্দুল কাদের জানান, জ্বর হলে ডাক্তারে পরামর্শ ব্যতীত কোন ব্যথা নাশক ঔষুধ সেবন হতে বিরত থাকার ও যারা হার্টের বা উচ্চ রক্তচাপের ঔষুধ সেবন করেন তাদের চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ঔষুধ গ্রহণের অনুরোধ জানান।

যুগ্মসচিব (এফএমএম) মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল জানান, মশা, মাছি নিম পাতা থেকে দূরে থাকে। তাই নিম পাতার ডাল ঘরে ঝুলিয়ে রাখলে বাসায় মশার উপদ্রব থেকে অনেকটাই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। তিনি আরও জানান পেঁপে পাতার রস ডেঙ্গু জ্বরের জন্য উপকারী। মশা যাতে কামড়াতে না পারে তার জন্য ফুল হাতা জামা ও ফুল প্যান্ট/পাজামা পরিধান করতে হবে। এবং শিশুদের গায়ে অ্যাডোমস জাতীয় ক্রীম লাগাতে হবে ফলে মশা তাদের কামড়াবে না।

এছাড়াও, যুগ্মসচিব (উপকরণ) মুনীরা সুলতানা জানান, এদেশে অনেক বছর যাবৎ ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ দেখা যায়। তবে এখন ডেঙ্গু এর টাইপ পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানের ডেঙ্গু T-3 ধরনের। ফলে রোগের লক্ষণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। তিনি আরও বলেন সামনে ঈদ-উল-আযহার ছুটিতে অনেকে গ্রামের বাড়ীতে যাবেন। সে সময়ে অফিস বা বাসায় গ্লাস, ফুলের টব বা অন্য কোথাও যেন পানি জমে না থাকে এমনকি কমোডের পানিতে ও যেন এডিস মশা বংশ বিস্তার করতে না পারে সে দিকে সচেতন হতে হবে। তাই ছুটির পূর্বে কমোডের ঢাকনা ফেলে কমোড ঢেকে রাখতে হবে। বাড়ীর আশেপাশে ডাব, বেল ইত্যাদির খোসা, খালি বোতল, ট্যাংক যেন না থাকে সে দিকেও সচেতন থাকতে হবে। এখন প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির পানি ছাদে, জানালার কার্নিশে, সিড়ির ছাদে যেন পানি জমে থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসচিব (গবেষণা-১) মোর্শেদা আক্তার জানান, মন্ত্রণালয়ের অফিসের কক্ষগুলোতে মশা আছে। এই মশা মারার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রচারিত সতর্কতামূলক নির্দেশনাসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে (Kiosk) প্রদর্শন করতে হবে।
২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রচারিত সতর্কতাসমূহ অবলম্বন করতে হবে।
৩। অফিস বা বাসার কোন স্থানে পানি জমতে দেয়া যাবেনা।
৪। দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করতে হবে।
৫। ঘরে নিমপাতার ডাল ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে।
৬। জ্বর হলে প্রচুর তরল খাবার গ্রহণ করতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ব্যাথানাশক ঔষুধ ব্যবহার করা যাবে না।
৭। আগামী ঈদের ছুটিতে অফিস ত্যাগের পূর্বে কমোড ঢেকে রাখতে হবে।
৮। এ মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে মশা মারার জন্য ঔষুধ (এরোসল/মর্টিন জাতীয়) স্প্রে করতে হবে।
৯। মশা যাতে সহজে কামড়াতে না পারে সে লক্ষ্যে শরীরের অধিকাংশ অংশ আবৃত রাখতে হবে।
১০। প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা প্রধানকে তাঁদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা সভা করতে হবে।
১১। ডেঙ্গু জ্বরে আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০১/০৮/২০১৯
(মো: নাসিরুজ্জামান)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।